R. N. No. 2532/57 Phone No. 66-228, STD 03483 Regd. No.—WB/MSD—4

V. I. P.
ALFA স্যুটকেস
এখন তিন বছরের
গ্যারান্টিতে পাচ্ছেন
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)
ফোন ঃ ৬৬০৯৩

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
স্থাপিত ঃ ১৯১৪

উপহারে দেবেন
বাড়ীর ব্যবহারে নেবেন
হকিন্স প্রেসার কুকার
সব থেকে বিক্রী বেশি
অনুমোদিত ডিলার ঃ
প্রভাত ষ্টোর
দুলুর দোকান
রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

৮৪শ বর্ষ
১৮শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ৩১শে ভাদ্র বুধবার, ১৪০৪ সাল।
১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭ সাল।
নগদ মূল্য ঃ ১ টাকা
বার্ষিক ৪০ টাকা

ফরাক্কা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের হিসাবে ৪১,৬২২ টাকার গরমিল, সন্দেহ তছরূপ

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ ফরাক্কা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের তহবিলে গত ৩০-৩-৯২ ৪১,৬২২ টাকা ষ্টেট ব্যাঙ্কে জমা দেখান হয়েছে ; কিন্তু খবর নাকি ব্যাঙ্কে ঐ পরিমাণ টাকা আদৌ জমা পড়েনি। জানা যায় কয়েক মাস আগে ফরাক্কা ব্যারেজের সি-এম-ও ডাঃ অশোক কুমার তাঁর লিখিত চিঠি (সি-এম-ও এ—৯/৯৭/৪৫০/৩ ডাব্লু সি) তাং ৫-৫-১৯৯৭ পাঠিয়ে ব্লক মেডিক্যাল অফিসারকে ১০টি বেডের জন্য ১-৩-৯০ থেকে ২৪-২-৯৭ পর্যন্ত ব্যারেজ হাসপাতালের পাওনা টাকা চেয়ে পাঠান। ব্লক মেডিক্যাল অফিসার তাঁদের ক্যাশবুকে ব্যারেজ হাসপাতালের পেমেন্ট মিলিয়ে দেখতে গিয়ে দেখেন গত ৯১—৯২ সালে ক্যাশবুকে চারটি পেমেন্ট ষ্টেট ব্যাঙ্কের খাতে ৩০-৩-৯২ এ দেখানো হয়েছে। অর্থের পরিমাণ ৪১,৬২২ টাকা। ব্লক মেডিক্যাল অফিসার সেই অনুযায়ী ষ্টেট ব্যাঙ্কে চিঠি দেন। ষ্টেট ব্যাঙ্ক জানান ঐ পরিমাণ কোন টাকা ব্যাঙ্কে জমা পড়েনি। এক মাস গত হলেও ব্লক মেডিক্যাল অফিসার এ ব্যাপারে কোন আইনানুগ ব্যবস্থা নেননি বা থানায় এফ আই আর করেননি। অডিট ঠিকমত না হওয়ায় ঐ ঘটনা ধরাও পড়েনি বলে সন্দেহ। অন্য দিকে ঐ প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার ও স্বাস্থ্য কর্মীদের এ্যালোট করা কোয়ার্টারগুলির ভাড়া ও অন্যান্য চার্জ বাবদ ৩০ হাজার টাকাও ব্যারেজ কর্তৃপক্ষকে জমা দেওয়া হয়নি। ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ চিঠি দিয়েও ঐ অর্থ আদায় করতে পারেননি বলে জানা যায়। স্বাস্থ্য কেন্দ্রের টেলিফোন বিল জমা না পড়ায় এক বছর থেকে টেলিফোন সংযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। এ সব দেখে বেশ বোঝা যায় ফরাক্কা ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে তহবিল নিয়ে ভাল রকম দুর্নীতি চলছে। রহস্যের ব্যাপার—এত সব অঘটন ঘটলেও জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক অফিসও এ বিষয়ে একেবারে নিশ্চুপ।

জঙ্গিপুর সদর হাসপাতালের হাল হকিকত--
কোন ডাক্তার হাজিরা না দেওয়াই আউটডোর সম্পূর্ণ বন্ধ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

রঘুনাথগঞ্জ ঃ সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বিভাগে এই হাসপাতালে তিন কর্মী আছেন, তাঁদের অফিস ঘরও আলাদা। রোগীদের রোগোত্তর অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজ খবর নেওয়া তাঁদের কাজ। কিন্তু জানা যায় তাঁরা গ্রামে বা শহরে নিরাময়উত্তর রোগীরা ঠিকমত হাসপাতালের নির্দেশ পালন করছেন কিনা দেখতে কখনও যান না। কিন্তু যাতায়াত খরচ ও ভাতা ঠিকমত গুণে নেন সরকার থেকে। এ সম্বন্ধে অভিযোগ ওঠায় বর্তমানে সেই ভাতা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আরও অভিযোগ গ্রুপ ডির দু'জন ষ্টাফ মনিগ্রামের মমিন হাঁসদা ও লালগোলার নবী হোসেন বছরে চার মাসের বেশী কাজ করেন না, কিন্তু বেতন ঠিকমত পেয়ে যাচ্ছেন। এমন অভিযোগও উঠেছে যে তাঁরা কাজে না আসার সুযোগে নাকি রাহাজানি ছিনতাই করে এবং মাঝে মধ্যে ঐ অভিযোগে পুলিশের হাতে ধরাও পড়ে (শেষ পৃষ্ঠায়)

পাড়াগড়শীর প্রহারে মৃত্যু থানা কেস নিল না

সাগরদীঘি ঃ এই থানার চাঁদপাড়ার আদিবাসী গ্রামের চেমকী হাঁসদার অভিযোগ তাঁর স্বামী মিস্ত্রী হাঁসদাকে পাড়াপড়শীরা অত্যধিক প্রহার করায় অসুস্থ হয়ে ভুগে ৩ সেপ্টেম্বর মারা যান। জানা যায় মিস্ত্রী হাঁসদা মনিগ্রাম থেকে বাড়ী ফেরার পথে গত ৪ আগষ্ট তাঁরই পড়শী লক্ষ্মীরাম সরেন, সোনাতন হেমব্রম প্রমুখ ৪/৫ জন তাঁকে বেধড়ক লাঠি পেটা করে। আহত অবস্থায় তিনি বাড়ী আসেন। পরদিন তাঁকে সাগরদীঘি হাসপাতালে পাঠানো হয়। ১৮ আগষ্ট নিজে থানায় গিয়ে এজাহার করেন। আসামীদের থানায় ডেকে এনে দারোগাবাবু ঠিক করে দেন যে মিস্ত্রীর যাবতীয় ওষুধপত্র ও পথ্য খরচ করতে হবে আসামীদের। কিন্তু তারা তা করে না, ফলে মিস্ত্রী হাঁসদা বিনা চিকিৎসায় মারা যান। (শেষ পৃষ্ঠায়)

মটকা রেশম কাটাই প্রকল্পে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ

রঘুনাথগঞ্জ ঃ গত ১০ সেপ্টেম্বর জঙ্গিপুর পৌরভবনে ই ডি এ রুরাল সিষ্টেম, পঃ বঃ সরকার (রেশম বিভাগ) ও পৌরসভার যৌথ উদ্যোগে মহিলাদের একটি স্বনিযুক্তি প্রকল্পের উদ্বোধন হ'ল। বর্তমানে মোট ৪৩ জন মহিলাকে নিয়ে বালিঘাটা শিশুতীর্থ প্রাইমারী স্কুল ও ১৭নং ওয়ার্ডে গঙ্গার ধারে কম্যুইনিটি সেন্টারে দক্ষতা বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ চলবে। প্রধানমন্ত্রীর দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচীর বিভিন্ন প্রকল্পের মধ্যে এটি অন্যতম। এই খাতে রাজ্যের ১২টি পৌরসভা প্রতি বছর ৭৪ লক্ষ টাকা করে পাবে। এরমধ্যে জঙ্গিপুর পৌরসভাও আছে। মোট টাকার ৭৫ শতাংশ কেন্দ্র ও ২৫ শতাংশ (শেষ পৃষ্ঠায়)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
বার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার ?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার ॥
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ভোর : আর জি জি ৬৬২০৫

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

৩১শে ভাদ্র বুধবার, ১৪০৪ সাল।

।। চুক্তির আলোকে ।।

বেশ কিছুদিন হইতে পঞ্চম বেতন কমিশনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের অসন্তোষ প্রকাশ পাইতেছিল। কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীরা ধর্মঘটের পথে নামিতে উদ্যোগ লইয়াছিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া কেন্দ্রীয় সরকার তাঁহার কর্মচারীদের সঙ্গে সমঝোতা করেন। তাঁহাদের দাবী মানিয়া লওয়া হয়। ইহার জন্য বর্তমান আর্থিক বৎসরেই কেন্দ্রীয় সরকারকে বহু হাজার কোটি টাকার পৃথক ব্যবস্থা করিতে হইবে। পুরা বৎসরের জন্য এই বাড়তি ব্যয় আরও বাড়িয়া যাইবে।

কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের বর্ধিত হারে বেতন দিতে মোট যে টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইতেছে, প্রকৃতপক্ষে তদপেক্ষা অনেক বেশি টাকা খরচ হইবে। কেননা বর্তমানে কেন্দ্রীয় কর্মচারীর কয়েক লক্ষ পদ যাহা শূন্য আছে, পঞ্চম বেতন কমিশন তাহা লুপ্ত করিতে চাহিলেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও কর্মচারীদের চুক্তিতে উক্ত শূন্যপদগুলি লোপ করার পরিবর্তে লোক নিয়োগের দাবী মানিয়া লওয়া হইয়াছে বলিয়া খবরে প্রকাশ। এমত অবস্থায় সরকারকে বেতনদানের অকল্পনীয় ব্যয়ভার বহন করিতে হইবে। আর্থিক সংস্থানের জন্য সরকার ঋণ করিতে অথবা প্রচুর পরিমাণে নোট ছাপাইতে অথবা উন্নয়ন খাতের টাকা এদিক ওদিক করিতে বাধ্য হইবেন। সরকারী আয় ও ব্যয়ের মধ্যে বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হইবে বলিয়া অনেকে মনে করিতেছেন।

কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের আর্থিক দাবীর প্রভাব রাজ্য কর্মচারীদের উপর আসিয়া পড়িতে বাধ্য। তাঁহাদের আর্থিক দাবী মিটাইতে রাজ্য সরকারও বাধ্য হইবেন। আর ইহার জন্য রাজ্যের উপরও বিরাট আর্থিক বোঝা পড়িবে। অর্থ সংগ্রহের জন্য রাজ্য সরকারও নানা উন্নয়নমূলক কাজ কমাইয়া দিতে বাধ্য হইবেন।

ফলতঃ কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারী, রাজ্য সরকারী কর্মচারী এবং আধা-সরকারী কর্মচারী বেতন বৃদ্ধিতে উপকৃত হইবেন। তাঁহাদের আয় যেমন বাড়িবে, ক্রয়ক্ষমতাও তেমনি বাড়িবে। পণ্যসামগ্রীর দামও হু হু করিয়া বাড়িবে। ভারতীয় বাজারের দিকে বিদেশী সংস্থাসমূহ ঝুঁকিয়া পড়িবে। তবে চরম ক্ষতিগ্রস্ত হইবেন অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীরা। দোকানের কর্মচারী, মজুর, শ্রমিক প্রভৃতিদের পারিশ্রমিক বাড়িবে না; অথচ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম আকাশচুম্বী হওয়ায় তাঁহারা বিপন্ন হইবেন।

সুতরাং পঞ্চম বেতন কমিশনকে কেন্দ্র করিয়া সরকার ও কর্মচারীদের মধ্যে চুক্তি কার্যকর হইলে উদ্ভূত পরিস্থিতি কী হইবে, তাহার জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে।

কোন এক কুম্ভকর্ণের দেশ

দ্বিতীয় পর্ব

(কাল্পনিক দেশের কাহিনী)

মণি সেন

মারো গুলি বলা যত সহজ, গুলি মারা কিন্তু তত সহজ নয়। গুলি মারতে গেলে নিশানা ঠিক থাকা দরকার, নিশানা ঠিক রাখতে গেলে হাত দুটো ঠিক থাকা দরকার, হাত দুটো তো অন্য কাজে ব্যস্ত। গা ঘেঁসে চোর পালালেও ধরা যায় না। ভাবটা যেন 'এক হাতে বাঁশী, অন্য হাতে লাঠি, কোন্ হাতে চোর ধরব মশায়?' সেকারণেই গুলি চালালে সাত বছরের বালক, চৌদ্দ বছরের কিশোর, অফিস ফেরতা নিপাট ভাল মানুষ, তিনতলার ছাদে দাঁড়িয়ে থাকা গৃহবধূ অথবা সত্তর বছরের বৃদ্ধ মারা যায়। হাসির কথা সাফাই গাওয়া হয় ওরা নাকি পুলিশকে প্ররোচিত করেছিল।

আগের দিনে রাস্তার হদিশ নেওয়া থেকে শুরু করে ছোটখাট অসুবিধা বা বিপদে মানুষ পুলিশের সাহায্য নিত। সেই সাহায্যকারী পুলিশ কোথায় হারিয়ে গেল! এখন সেখানে পুলিশের কথা শুনলে মানুষ আতঙ্কিত হয়। কথায় আছে হাতির কাছ থেকে সহস্র হাত দূরে, ঘোড়ার কাছ থেকে একশত হাত দূরে, শিংওয়ালা জন্তুর কাছ থেকে দশ হাত দূরে থাকতে হয় এবং দুর্জন ব্যক্তি যে স্থানে থাকে সেই স্থান ত্যাগ করে সরে যেতে হয়! আগের দিনে ঋষি ব্যক্তিরা পুলিশ সম্বন্ধে কিছু লিখে যাননি—বোধহয় সে আমলে পুলিশ ছিল না। তা পুলিশেরই বা দোষ কোথায়! ধরা যাক চোর, ডাকাত, সমাজ বিরোধীকে পুলিশ ধরে ফেলল। তা হলে সঙ্গে সঙ্গে নেতারা নিজেদের লোক মারফত বলে পাঠাবেন 'যে ছেলেটাকে ধরেছ—সে আমাদের লোক—নিখাদ ভাল মানুষ—ওকে ছেড়ে দাও।' সে কথায় না ছাড়লে—ফোনে হুমকি আসবে—'আমি যে বলে পাঠিয়েছিলাম কথাটা কি কানে যায়নি? এখনও বলছি ছেড়ে নাও!' এর পরে তো ছেড়ে দিতেই হয়। কাজেই দরকার কি বাপু ওসব ঝামেলায়। 'তোমাদের কাজ তোমরা কর—একটা বন্দোবস্ত করে নাও'—ভাবখানা শেষ পর্যন্ত এই রকমই দাঁড়ায়। আর ধরতে হলে মাঝে মাঝে ভালমানুষকে ধরে পেটাও—সেখান থেকেও পয়সা আসবে। শাঁখের করাত আর কি!

মাঝে মধ্যে দু'চারজন ভাল দক্ষ এবং সৎ পুলিশ কিংবা পুলিশ অফিসার জেগে ওঠেন, যখন যেখানেই তাঁকে পোস্টিং দেওয়া হোক না কেন তিনি দেখিয়ে দেন সব জায়গাতেই কাজ করলে কাজ আছে। মৌচাকে ঢিল পড়ে, দুর্নীতিপরায়ণ নেতারা উঠে পড়ে লাগেন তাঁর বিরুদ্ধে। সৎ লোককে আজ এখানে, কাল সেখানে, যেন নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়ান,—তবু দুঃখের কথা তাঁকে অসৎ বানাতে পারেন না। মাঝে মধ্যে সেই সব সৎ দক্ষ অফিসাররা খুনও হয়ে যান। সব দেখে শুনে কে আর জাগতে চায়, জাগাতে চায়। কুম্ভকর্ণের দেশে ঘুম থেকে উঠতে নেই। ঘুমিয়ে থাক, যার যা খুশী করে যাও। তাই আজ ডাকাতের বেশে পুলিশ, ছিনতাইকারীর ভূমিকায় পুলিশ, নারীধর্ষণকারী পুলিশ, সাট্টার আসর জোগান পুলিশ, আখছার শোনা যায় সেখানে! হায় সাধারণ মানুষ কোথায় যাবে! দিশাহারা—তটস্থ—দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে—তবু ঘুম! ঘুমিয়ে তো থাকতেই হবে! দেশটার নামই যে কুম্ভকর্ণের দেশ!

।। দিব্য জীবনে ।।

ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

চিরনিদ্রা—যেন শান্তির পারাবার।
শায়িতা জননী। ক্লান্তিহীন
পথচলা; বিনিদ্র রজনী কত
অতিক্রান্ত অনিকেত অসহায়
মানুষের সেবা ও শুশ্রূষায়।
মূর্ত্তিমতী।
কি অসীম ভালোবাসা!
করুণা অপার বুকে তার!
মমতায় মাখা দুটো হাত,
চোখ দুটো ছল ছল
বিমথিত বেদনায়।
মানব জননী
মাদার টেরিজা।
আজ তার
জীবনের পথ চলা শেষ।
নক্ষত্র লোকের থেকে এসেছে আহ্বান।
মোমবাতির নরম আলোয়
আলোকিত পথ।
মহাপ্রস্থান তার—
মর্ত্ত্য জীবন থেকে
দিব্য জীবনে।

জলবিভাজিকা প্রকল্পের অভিমুখীকরণ প্রশিক্ষণ শিবির

সাগরদীঘি : সম্প্রতি হড়হড়ি হাই স্কুলে জলবিভাজিকা প্রকল্পের অভিমুখীকরণ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয় জেলা মুখ্য কৃষি আধিকারিকের পরিচালনায়। নতুন করে এই ব্লকের পোপাড়া ও ভোলা গ্রামকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। অনুষ্ঠানে টিম লিডার প্রাণনাথ বিশ্বাস প্রকল্পের কাজকর্ম ব্যাখ্যা করে বলেন— ৯ম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনায় ভোলায় ২২টি মৌজার ১৬-৯২ হেক্টার ও পোপাড়ায় ১৫টি মৌজার ২৬৬৮-৮০ হেক্টার এলাকা জলবিভাজিকা প্রকল্পের অধীন হয়েছে। বক্তা কমলারঞ্জন প্রামানিক অভিযোগ করেন উঁচু গ্রামগুলির সয়েল সার্ভে করা হচ্ছে না। শুধুমাত্র সমতল গ্রামগুলিকেই প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা হচ্ছে। এই প্রকল্পে মনিগ্রাম, বলরামবাটী, চাঁদপাড়া প্রভৃতি গ্রামগুলিকেও অন্তর্ভুক্ত করা উচিৎ বলে তিনি মনে করেন। প্রকল্প আধিকারিক সদানন্দ মুখার্জী ব্যাখ্যা করে বলেন বৃষ্টির জলকে ধরে রেখে কাজ করা হবে। কৃষি কর্মাধ্যক্ষ প্রশান্ত দত্ত বলেন মানুষের কাছ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। জেলা পরিষদের সহকারী সভাপতি জানে আলম মিঞা বলেন জঙ্গিপুর মহকুমায় ১৪ লক্ষ মানুষ বাস করেন। কিন্তু ক্রমশঃ জমি কমে যাচ্ছে। জেলার ২৬টি ব্লকের মধ্যে ১৫টি ব্লকের মাটির তলার জলে আর্সেনিক দূষণ হয়েছে দেখা যাচ্ছে। এই প্রকল্পের আওতায় এলে সেই সব ব্লকে বৃষ্টির জল শোধন করে পানীয়ের জন্য ব্যবহার করা যাবে। মহকুমা কৃষি আধিকারিক সামসুদ্দিন আহমেদ কর্মচারী ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কথা বলেন। কার ত্রুটির জন্য কাজ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা দেখতে হবে। প্রতিবিধান করতে হবে। অন্যান্য বক্তারা বলেন—যে এলাকায় যে শস্যের বেশী প্রয়োজন সেটা চাষ করতে হবে। পঞ্চায়েত সাহায্য করবে। বিডিও অজয় ঘোষ বলেন গ্রামবাসীদের মধ্যে জ্ঞান সঞ্চার করতে হবে। সে কারণে সাক্ষরতা প্রকল্পে বেশী মনোযোগ দিতে হবে।

শিক্ষক দিবস উদযাপন

রঘুনাথগঞ্জ : স্থানীয় জেঠিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পালিত হল 'শিক্ষক-দিবস' গত ৫ সেপ্টেম্বর। এই উপলক্ষে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা গ্রাম পরিভ্রমণ করে ও পরে একটি সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে শিক্ষক দিবসের তাৎপর্য বর্ণনা করা হয়। ঐদিন শ্রীকান্ত-বাটী হাইস্কুলেও একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ঐ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক হরিলাল দাস। এছাড়া বিভিন্ন স্কুলে এই দিনটি বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়। রঘুনাথগঞ্জ শ্রীমা শিল্পনিকেতনও দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করে।

জঙ্গিপুর : গত ৫ সেপ্টেম্বর ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের জন্মদিন 'শিক্ষক দিবস' উপলক্ষে জঙ্গিপুরের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রী-বৃন্দ মিলিতভাবে একটি বর্ণাঢ্য প্রভাতফেরীতে অংশ গ্রহণ করেন। ছাত্রছাত্রীদের হাতে ছিল শিক্ষক দিবসের বিভিন্ন রঙের সুন্দর সুন্দর পোষ্টার ও রাধাকৃষ্ণণের প্রতিকৃতি। ছাত্রছাত্রীদের কণ্ঠের বিভিন্ন শ্লোগানে শহর মুখরিত হয়ে ওঠে। পাঁচটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এই প্রভাতফেরীতে অংশ নেন।

বিদ্যালয় নির্বাচনে কংগ্রেস পরাজিত

সাগরদীঘি : এই ব্লকের বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বিন্দুবাসিনী (রামনগর) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অভিভাবক শ্রেণীর সাম্প্রতিক নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী আবদুল রাজ্জাক পরাজিত হন। নির্বাচন পরিচালনা করেন বালিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনমোহন মুখার্জী এবং কে পি এস বিজন সরকার।

কি কিনবেন কোথায় কিনবেন

পুজোয় চাই বাটার জুতো

পুজোর সর্বাঙ্গীণ আনন্দ বাড়িয়ে তুলে পরিবারের সকলের মুখে হাসি ফোটাতে চাই জুতো। আর জুতোর জগতে সেরা নাম একটাই 'বাটা'। বাটার সবরকম জুতোর সমারোহ আমাদের এখানে, এই শহরেই। আসুন পছন্দসই বাটার জুতো কিনুন। টেকসই, পছন্দসই, মানানসই সব বয়সের জন্য।

অনুমোদিত ডিলার—

অরিজিৎ দে

(ভি. আই পি দুলুর দোকানের পাশে)

রঘুনাথগঞ্জ দরবেশপাড়া

Bata

ETDC

(A unit of Govt. of West Bengal)

Stands for Quality & Reliability

ওয়েবসি

■ উজ্জ্বল
■ টেক্‌সই
■ সুনিশ্চিত গুণমান
■ ন্যায্য মূল্য

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কুটির ও ক্ষুদ্র-শিল্প দপ্তরের বিপনন সহায়তা প্রকল্পের অধীনে একটি সাধারণ ব্র্যাণ্ড

ডিষ্ট্রিবিউটারশিপের জন্য :

ইলেক্ট্রনিক্স টেষ্ট এ্যাণ্ড ডেভলাপমেন্ট সেন্টার

৪/২, বি.টি রোড, কলিকাতা - ৫৬, দূরভাষ : ৫৫৩-৩৩৭০

বাড়ী বিক্রয়

জঙ্গীপুর মহকুমার অন্তর্গত এলাকার সংলগ্ন বাবুবাজারের একশতক জায়গার উপর একটি পাকা গৃহ দোকান বাড়ী বিক্রয় হইবে। উপযুক্ত দামে ক্রয় করিলে যোগাযোগ করুন।

যোগাযোগের ঠিকানা—

আমিনুল ইসলাম

হাটতলা, পোঃ রামপুরহাট

(বীরভূম)

কার্ডস ফেয়ার

এখানে সবরকমের কার্ড পাওয়া যায়।

রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

ফোন : ৬৬২২৮

সিষ্টেমের প্রতিনিধিরা প্রকল্পের ডিজাইন, ম্যানেজমেন্ট ও মডেল তৈরীতে ট্রেনীদের সাহায্য করবেন। উপস্থিত বক্তারা প্রকল্পের সাফল্য কামনা করে বক্তব্য রাখেন।

পাড়াপড়শীর প্রহারে মৃত্যু (১ম পৃষ্ঠার পর)

এ ব্যাপারে চেমনী হাঁসদা থানায় অভিযোগ দিতে গেলে তাকে ভয় দেখিয়ে থানা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। চেমনী শেষতক ১৩ সেপ্টেম্বর মুখ্যমন্ত্রী, জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, মহকুমা শাসক, মহকুমা পুলিশ অফিসারের কাছে বিচার চেয়ে আবেদন করেছেন বলে খবর।

মহাপুজায় সকলের জন্য আমরা—

রঘুনাথগঞ্জ ব্লক নং-১

রেশম শিল্পী সমবায় সমিতি লিঃ

(হ্যাণ্ডলুম ডেভেলপমেণ্ট সেন্টার)

রেজিঃ নং—২০ ✶ তারিখ—২১-২-৮০

গ্রাম মির্জাপুর ।। পোঃ গনকর ।। জেলা মুর্শিদাবাদ

ফোন নং—৬২০২৭

ঐতিহ্যমণ্ডিত সিল্ক, গরদ, কোরিয়াল জামদানী জাকার্ড, সার্টিং থান ও কাঁথাষ্টিচ শাড়ী, প্রিণ্ট শাড়ী সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়। পুজোর বিশেষ আকর্ষণ ২০% সরকারী ছাড়।

✪ সততাই আমাদের মূলধন ✪

জয়ন্ত বাঘিড়া সভাপতি | অচিন্ত্য মুনিয়া ম্যানেজার | সনাতন কালিদহ সম্পাদক

আপনাদের সেবায় দীর্ঘ পনের বছর যাবৎ নিয়োজিত

✚ অন্নপূর্ণা হোমিও ক্লিনিক ✚

রঘুনাথগঞ্জ ★ ফুলতলা ★ মুর্শিদাবাদ

(সবজী বাজারের বিপরীত দিকে)

প্রোঃ প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক—ডাঃ সাহা

ডি. এম. এস (কলি), পি. ই. টি (ডাব্লু, টি), এফ. ডাব্লু. টি (আই. আর. সি. এস)

এখানে বিদেশী ঔষধ ও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি দ্বারা সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। পেটের আলসার, কিডনির পাথর, বন্ধ্যা, কানের পুঁজ, পোলিও এবং প্যারালিসিস রোগের চিকিৎসা গ্যারান্টি সহকারে করা হয়।

হ্যাপকো এবং জার্মানীর হোমিও ঔষধ, সার্জিক্যাল, ডেন্টাল ও সর্বপ্রকার ডাক্তারী ইনষ্ট্রুমেন্ট ও পার্টস, মেডিক্যাল পুস্তক. ডাক্তারী লেদার ব্যাগ, টিণ্চার ও কেমিক্যাল গ্রুপের ঔষধ, ফার্স্ট এড বক্স-এর সকলপ্রকার ঔষধ পাওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—হারনিয়াল বেল্ট, এল, এস, বেল্ট. সারভাইক্যাল কলার, কানের ভল্যুম কনট্রোল মেসিন ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন ৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

হাসপাতালের হাল হকিকত (১ম পৃষ্ঠার পর)

হাজত বাসও করেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েও এবং সি এম ও এইচ কে রিপোর্ট করেও বেতন বন্ধ করা যায়নি। একমাত্র দপ্তরের টেকনিসিয়ান পার্থ ঘোষালকে তো মাসের প্রথমে ২/৩ দিন মাত্র দেখা যায়। শুধু বেতন নিতেই তিনি আসেন। তারপরই হাওয়া। গত ৪ সেপ্টেম্বর জঙ্গিপুর হাসপাতালে যে ঘটনা ঘটে তা হাসপাতালের ইতিহাসে নজীরবিহীন। সেদিন ৭ জন ডাক্তার ছুটি নেওয়ায় আউটডোর খোলেনি। রোগীরা এসে হা পিত্যেশ করে বসে থেকে ঘুরে যান। ডাক্তারদের দুমদাম ছুটি নেওয়ার ফলে আউটডোর তো দূরের কথা ইনডোরেও কাজ চালান অসম্ভব হয়ে পড়ছে। শোনা যাচ্ছে কর্তৃপক্ষের অনুমতি না পেলেও অনেক ডাক্তার দরখাস্ত ফেলে দিয়ে ছুটিতে চলে যাচ্ছেন। হাসপাতালের চতুর্দিক ঝোপঝাড়-এ ভর্তি। সেখানে গরু, শূকর, কুকুর, ছাগলের অবাধ গতি। বর্তমানে হাসপাতালে লোডশেডিং মোকাবিলা করতে একটা জেনারেটর এসেছে ঠিকই, কিন্তু তাতে সব ওয়ার্ডের একটা করেও বাল্‌ব জ্বালানো যায় না। বেশকিছু ওয়ার্ডে ঝোলে হ্যারিকেন অথবা মোমবাতি। আর অপেক্ষাকৃত কম অসুস্থ রোগীরা থাকেন অন্ধকারেই।

মটকা রেশম কাটাই প্রকল্প (১ম পৃষ্ঠার পর)

রাজ্য সরকার ব্যয় করবে। অনুষ্ঠানে পুরপতি মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য, মহকুমা শাসক মনীষ রায়, দুই কমিশনার গৌতম রুদ্র ও আবদুল হাকিম গজনবী, রেশম আধিকারিক নুরুল জামান ও রুরাল সিষ্টেমের পক্ষে কে রামমোহন এবং তুলিকা সিনহা উপস্থিত ছিলেন। রুরাল সিষ্টেমের পক্ষে দু'জন প্রশিক্ষক ডিসেম্বর '৯৮ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে যাবেন। রেশম বিভাগ প্রকল্পের টেকনিক্যাল দিকগুলি এবং রুরাল

বিশেষ আকর্ষণ ঃ বিভিন্ন ডিজাইনের গছন্দ ও টেকসই ছাপা শাড়ী।

আর কোথাও না গিয়ে আমাদের এখানে অফুরন্ত সমস্ত রকম সিল্ক শাড়ী, কাঁথা ষ্টিচ করার জন্য তসর থান, কোরিয়াল, জামদানী জোড়, পাঞ্জাবীর কাপড়, মুর্শিদাবাদ পিওর সিল্কের প্রিণ্টেড শাড়ীর নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।
উচ্চ মান ও ন্যায্য মূল্যের জন্য পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

বাঘিড়া ননী এণ্ড সন্স

মির্জাপুর ।। গনকর

ফোন নং ঃ গনকর ৬২০২৯